Nobodhan Sept-Oct 2012

III

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

সনাতনী শাশ্বত সেই জিজ্ঞাসা ছিল যুধিষ্ঠিরের ছটি প্রশ্নে : "তিনি কি শুধুই ন্যায়মূর্তি, কঠোর শাসক না দয়াময় পিতা? তিনি কি শুধুই জীবের কর্মফলদাতা না করুণাময় পালক? একহাতে আয়ুধের সঙ্গে অন্যহাতে তাঁর যে-বরাভয় মুদ্রা আর কমলকোরক তা কি ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের জন্যই? অর্থাৎ ধর্ম কি শুধুই প্রায়শ্চিত্ত, নীরস কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান, না এর গভীরে অন্তঃসলিলা নদীর মতো নিরন্তর বয়ে যায় ভাবভক্তির মাধুর্যভরা এক প্রাণের টান, এক আশ্রয়ের আশ্বাস?

পরবর্তী দশটি শ্লোকে (৪-১৩) সেই প্রসঙ্গের সমাধান করেছেন পিতামহ ভীষ্ম :

জগৎপ্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্।
স্তুবন্নামসহস্রেণ পুরুষঃ সততোত্থিতঃ ॥৪

অন্বয় : জগৎপ্রভুং দেবদেবম্ অনন্তং পুরুষোত্তমম্ নামসহস্রেণ স্তুবন্ পুরুষঃ সততোত্থিতঃ।

শাংকরভাষ্য : সর্বেষাং বহিরন্তঃ শত্রূণাং ভয়হেতুর্ভীষ্মঃ মোক্ষধর্মাদীনাং প্রবক্তা সর্বজ্ঞঃ। *জগৎ* স্থাবরজঙ্গমাত্মকং তস্য *প্রভুং* স্বামিনম্, *দেবদেবং* দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবম্, *অনন্তং* দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চাপরিচ্ছিন্নম্, *পুরুষোত্তমং* ক্ষরাক্ষরাভ্যাং কার্যকারণাভ্যামুৎকৃষ্টম্, *নামসহস্রেণ* নাম্না সহস্রেণ *স্তুবন্* গুণান্ সঙ্কীর্তয়ন্ *সততোত্থিতো* নিরন্তরমুদ্যুক্তঃ। *পুরুষঃ* পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ—'সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ' ইতি সর্বত্র সম্বধ্যতে।

ভাবানুবাদ : সর্বপ্রথম যেন বিষ্ণুসহস্রনামের আচার্যবরণ করছেন ভাষ্যকার শংকর, ভীষ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তির মাধ্যমে। ভয়ার্থক 'ভী' ধাতু থেকে ভীষ্ম শব্দের উৎপত্তি। ভীষ্ম মানে ভীষণ, ভয়ানক। ভীষণ তাঁর সংকল্প, ভয়ানক তাঁর শৌর্য-বীর্য। ভাষ্যকার রহস্য করে বলছেন, বাইরে রণক্ষেত্রে তাঁর শৌর্যকুশলতা যেমন সমস্ত শত্রুর ভয়ের কারণ, তেমনই তাঁর প্রজ্ঞাশক্তি। ইন্দ্রিয়াদি অন্তরের রিপুও তাঁর বৈদগ্ধ্যবাণে নাশ হয়। মোক্ষধর্মাদির অন্যতম সার্থক প্রবক্তা, সর্বজ্ঞ আচার্যকোটির পুরুষ তিনি—শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ।

পিতামহ ভীষ্ম অবতারণা করছেন এই বলে যে তিনি 'জগৎপ্রভু', জগতের স্বামী। সর্বপ্রথম নারায়ণকে জগতের নিয়ন্তা বা শাসকরূপেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। জগৎ ঐশ্বর্যস্বরূপ। স্থাবর (বৃক্ষপর্বতাদি নিশ্চল প্রকৃতি) ও জঙ্গম (প্রাণী-আদি সচল প্রকৃতি)-রূপ ঐশ্বর্য-সম্পদাদি নিয়ে এই বিশ্বচরাচর তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই সাম্রাজ্য। গীতায় তিনি স্বমুখে বলেছেন,

"যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥" (১৩।২৬)

একাদশ অধ্যায়েও বলেছেন, 'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্'—হে অর্জুন, আমার এই বিরাট শরীরে অবয়বরূপে একত্র আশ্রিত সমগ্র জগতকে—চর ও অচরকে দেখ।

পুরাণে দেখা যায়, দেবাসুরসংগ্রামে যখন ইন্দ্রাদি দেবতারা আক্রান্ত ও আর্ত হয়ে ব্রহ্মাজীর সমীপে যাচ্ছেন, তখন সংকটাপন্ন দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মাজী চলেছেন বৈকুণ্ঠে, নারায়ণসকাশে। অর্থাৎ নারায়ণ দেবতাদেরও দেবতা, দেবাদিদেব, স্বয়ং ব্রহ্মাজীও তাঁর